গ্ল্যান্ড ফুলে গেলেই, টনসিলাইটিসের কারণে হয়েছে বলে ভেবে নেবেন না। গ্ল্যান্ডটিউবারকুলোসিসও কিন্তু হতে পারে। রোগটি সম্পর্কে সাবধান করলেন, পিডিয়াট্রিশিয়ান ডা. প্রভাসপ্রসূন গিরি।

গ্ল্যান্ডটিউবারকুলোসিস

স্নিগ্ধার মেয়ে তিতিরের হঠাৎই গলার কাছে একটি গ্ল্যান্ড ফুলে যায়। যদিও তাতে ব্যথা বা অন্য সমস্যা ছিল না। প্রথমে ওঁরা ভেবেছিলেন, টনসিল গ্ল্যান্ড ফুলেছে। কিন্তু মাসখানেক পরও সে যখন আপন অবস্থান থেকে একচুলও সরল না, তখন স্নিগ্ধা চিন্তিত হয়ে মেয়েকে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। তিনি পরীক্ষা করে জানালেন, রোগটি গ্ল্যান্ডটিউবারকুলোসিস। এরকম রোগ স্বভাবতই চিন্তার হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য লিম্ফগ্ল্যান্ড রয়েছে, গলায়, ঘাড়ের পিছনে, আর্মপিটের নীচে, কুচকিতে... এই লিম্ফগ্ল্যান্ডগুলো যখন ফুলে যায়, তখন তাকে বলা হয় লিম্ফফ্যাডেনোপ্যাথি। লিম্ফগ্ল্যান্ডের ফুলে যাওয়ার পিছনে তিনটি প্রধান কারণ আছে। প্রথম কারণ হল, সাধারণ কোনও ইনফেকশন, দ্বিতীয়ত, টিউবারকুলোসিস এবং তৃতীয়ত, ক্যান্সার (ব্লাড ক্যান্সার বা লিম্ফোমা ধরনের ক্যান্সারে লিম্ফগ্ল্যান্ড ফোলে)। তাই কারও লিম্ফগ্ল্যান্ড ফুলে গেলে, প্রথমে দেখা হয়ে, তার কি ওই একটি জায়গার লিম্ফগ্ল্যান্ড ফোলা নাকি শরীরের অন্যান্য জায়গার লিম্ফগ্ল্যান্ডও ফুলেছে। ইনফেকশন বা টিউবারকুলোসিসের কারণে লিম্ফগ্ল্যান্ড ফুলে গেলে, তা শরীরের কোনও একটি জায়গার ফোলে। ব্লাড ক্যান্সার বা লিম্ফোমায় সারা শরীরের লিম্ফগ্ল্যান্ডগুলো ফুলতে দেখা যায়।

টিউবারকুলোসিস বোঝা যাবে কীভাবে?

টনসিলাইটিস বা অন্য কোনও ইনফেকশনের কারণে গলার লিম্ফগ্ল্যান্ড ফোলে। অবশ্য গলার লিম্ফগ্ল্যান্ডের অনেক ভাগ আছে। ডাক্তাররা জানেন, টনসিলাইটিস হলে গলার কোন লিম্ফগ্ল্যান্ডগুলো ফোলে। কিন্তু যদি শরীরে অন্য কোনও জায়গার লিম্ফগ্ল্যান্ড ফোলে, তা হলে বুঝতে হবে টনসিলাইটিস হয়নি। তাই ডায়াগনোসিসের সময় দেখা হয়, শরীরের কোন কোন জায়গায় লিম্ফগ্ল্যান্ড ফুলেছে এবং তা স্পর্শ করলে ব্যথা লাগে কি না, তার আয়তন কত বড় এবং এর সঙ্গে শরীরে অন্যান্য উপসর্গ কী আছে। এই সব কিছুর উপর নির্ভর করে ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করেন। টিউবারকুলোসিসে সাধারণত গলায় বা ঘাড়ের কাছে লিম্ফগ্ল্যান্ড দীর্ঘদিন ধরে ফুলে থাকে। এর জন্য কোনও ব্যথা থাকে না। মাঝেমধ্যে বিকেলের দিকে জ্বর আসতে পারে। কখনও বাচ্চাটির ওজনও কমতে দেখা যায়। এর সঙ্গে অনেকসময় ফুসফুসেও টিউবারকুলোসিস হতে দেখা যায়। তবে আর এক ধরনের টিউবারকুলোসিস আছে, তাকে বলা হয় ডিসিমিনেটেড টিউবারকুলোসিস। বিপজ্জনক এই রোগ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের সব লিম্ফগ্ল্যান্ড ফুলে যায় ক্যান্সারের মতো। এক্ষেত্রে ডায়াগনোসিসেও সমস্যা হয়।

বিভিন্নরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছাড়াও, এই রোগ চিহ্নিত করার আগে, জেনে নেওয়া দরকার বাড়িতে বা আশপাশের কারও টিউবারকুলোসিস হয়েছে

কি না এবং বাচ্চা তার সংস্পর্শে এসেছে কি না। তা হলে একটি গ্ল্যান্ড ফুললে, টিউবারকুলোসিস হওয়ার ভয় থাকে। সন্দেহের এরূপ কারণ না থাকলে, রুটিন রক্তপরীক্ষা করে, দু'সপ্তাহের অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স দেওয়া হয়, অন্য কোনও ইনফেকশন থেকে এটা হয়েছে কি না, বোঝার জন্য। এই ওষুধে যদি দু'সপ্তাহে কাজ না হয়, সেক্ষেত্রে অনেক ডাক্তার এফএনএসি (যে গ্ল্যান্ড ফুলেছে, সেখানে সুঁচ ঢুকিয়ে রক্ত বের করে টেস্ট করা) করানোর পক্ষপাতী, অনেকে সরাসরি বায়োপসি করতে পছন্দ করেন। টিবি ধরা পড়লে, ছ'মাসের ওষুধের কোর্স দেওয়া হয়।

এ রোগে ভয়ের কোনও কারণ আছে?

বিনা চিকিৎসায় রেখে দিলে, এই গ্ল্যান্ড থেকে রোগ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। অথবা চিকিৎসা না করালে গলা বা বুকের ওই গ্ল্যান্ড এত বড় হয়ে যেতে পারে যে, তা শ্বাসনালীতে চাপ দেয়। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হয়। ডিসিমিনেটেড টিউবারকুলোসিস না হলে, এই রোগে ৯৫ শতাংশ পেশেন্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবে দু' বছরের কম বয়সি বাচ্চাদের এই রোগ সাধারণত হয় না। আট থেকে ষোলো, বছর বয়সিদের মধ্যে এই রোগের হার বেশি।

এই রোগের কারণ

যে ব্যক্তির টিউবারকুলোসিস হয়েছে, তেমন কারও সংস্পর্শে এলে, হাওয়াবাহিত হয়ে জার্ম অন্য আর একজনের শরীরে প্রবেশ করে। তবে টিউবারকুলোসিসের জীবাণু শরীরে ঢুকলে, মাথায়, লাংসে, গ্ল্যান্ডে না লিভারে বাসা বাঁধবে, তা বলা যায় না। সতর্কতা হিসেবে বলব, বাড়িতে কারও টিউবারকুলোসিস হলে তার কাছে একেবারেই না যাওয়া।

যোগাযোগ: ৯০৫১৯৫৮৪২০

মডেল: দেবারতি, মল্লিকা, সুহিনা
মেকআপ: সন্দীপ নিয়োগী
ফোন: ৯৮৩০১৩৬৫৩৪
পোশাক: প্যান্টালুনস ল্যান্সডাউন
ফোন: ৩৩৩১৯০৮০৫৫
লোকেশন: দ্য পিপল ট্রি, **ফোন:** ৩৩৩০৬০৬০৬০
ছবি: অমিত দাস